মেহেরপুর, গাংনী, মুজিবনগর ও আলমডাঙ্গায় জাতীয় সমবায় দিবস পালিত

‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে পতাকা উত্তোলন, কপোত মুক্তকরণ, বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে ৪৮ তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিস এ দিনটি পালন করে। মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনির সভাপতিত্বে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলি, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: মাসুদুল আলম, ডা. অলোক কুমার দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা সমবায় অফিসার সৈয়দ জসীমউদ্দীন। রোকনুজ্জামান তুষারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মৎস্যজীবী প্রতিনিধি আব্বাস আলী, ক্ষুদিরাম হালদার প্রমুখ।

এদিকে ৪৮ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে সকালে একটি র্যালীবের করা হয়। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর নেতৃত্বে র্যালীটি জেলা সমবায় অফিস থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক হয়ে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে শেষ হয়। পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সামনে জাতীয় পতাকা ও সমবায় পতাকা উত্তোলন করে সেখানে শান্তির প্রতিক কবুতর উড়ানো হয়। পরে সমবায় কাজে বিশেষ অবদান রাখায় সমবায়ীদের মাঝে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

গাংনী প্রতিনিধি জানান, “বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের গাংনীতে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেলা সাড়ে ১০টার দিকে আলোচনা সভার শুরুতে জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

নির্বাহী অফিসার উসমান গনী পতাকা উত্তোলন করেন।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, আলমডাঙ্গায় ৪৮ তম জাতীয় সমবায় উপলক্ষে র্যালী, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্টিত হয়েছে। গতকাল সকাল ১০ টার দিকে উপজেলা চত্তর থেকে এক বর্নাঢ্য র্যালী শহর প্রদক্ষিণ শেষে মুক্তিযোদ্ধা হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, থানা অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমান।

সমাজ সেবা কর্মকর্তা আফাজ উদ্দিনের উপস্থাপনায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শেখ নুরমোহাম্মদ জকু, সহকারি পরিদর্শক আবুল হোসেন, বুলবুল হোসেন, মিজানুর রহমান, বিআরডিবি চেয়ারম্যান মুহিদুল ইসলাম মুহিদ, বিআরডিবি বিত্তহীন সমবায় সমিতির সভাপতি মুকছার আলী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক আতিয়ার রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক, আইসিটি কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস, তন্তুবায় সমবায় সমিতির সম্পাদক হাজী গোলাম রহমান সিঞ্জুল প্রমুখ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমবায় অফিসার নাজির হোসেন। অনুষ্টানে আলমডাঙ্গা বন্ধন ক্যাবল নেটওয়ার্ক সমবায় সমিতিকে প্রথম স্থান, নওদা দুর্গাপুর মধ্যমাঠ সমবায় সমিতি ২য়, ও ঐসি সঞ্চয় ঋনদান সমবায় সমিতি ৩য় স্থান অধিকার কারায় তাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।
এ ছাড়াও ১৬ জন ব্যাক্তি ও প্রতিষ্টানকে পুরস্কার প্রদান করেন, তাদের মধ্যে উল্লেখ্য মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শেখ নুরমাহাম্মদ জকু, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাব, আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ, উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, পৌর মেয়র হাসান কাদীর গনু, শামিম রেজা প্রমুখ।

গাংনীতে হোম সোলার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে সোলার হোম সিস্টেম বৈদ্যুতিক পাখা বিতরণ করা হয়েছে।
গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে গাংনী উপজেলা অডিটোরিয়ামে এ সব পাখা বিতরণ করা হয়।

সোলার রুরাল সার্ভিসেস ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস পাখা বিতরণের আয়োজন করে। উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৩৪২জন পরিবারের মাঝে পাখা বিতরণ করা হয়।
বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা প্রকৌশলী নিরঞ্জন চক্রবর্তি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বিতরণ করেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌরসভার মেয়র আশরাফুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল ইসলাম, আওয়ামী লীগ নেতা মোখলেছুর রহমান মুকুল।

এ সময় অন্যান্যদের মধ্য উপস্থিত ছিলেন তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, আওয়ামী লীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু, মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, গাংনী পৌরসভার কাউন্সিলর নবীরুদ্দীন, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইত্তেফাক সংবাদদাতা আমিরুল ইসলাম অন্ডাম প্রমুখ।

গাংনী প্রতিনিধি

গাংনী প্রি-ক্যাডেট এর অধ্যক্ষ ও সহকারি শিক্ষিকা একই সাথে

দুই বিদ্যালয়ে চাকুরি করেন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার প্রি-ক্যাডেট স্কুলের অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম ও সহকারি শিক্ষিকা তাহেরা খাতুন দু’জন একই সময়ে দুটি করে বিদ্যালয়ে চাকুরি করে আসছেন বলে জানা গেছে।

তবে অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম দাবি করেছেন যেহেতু সরকারি প্রতিষ্ঠান নয় সেহেতু একই সাথে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করার বৈধতা রয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার বলেন, অধ্যক্ষ কোন সময় একই সময়ে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করতে পারেন না। এ বিষয়টি খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

এদিকে একটি সূত্র জানায়, অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম যুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৯ বছর আগে যোগ দিলেও তিনি প্রথম এক বছর বিদ্যালয়ে ক্লাস নিলেও পরে তাকে আর ক্লাস নিতে দেখা যায়নি। অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম অবশ্য সাংবাদিকদের বলেন হাজিরা খাতা দেখলে বুঝতে পারবেন আমি সেখানে ক্লাস করেছি কিনা।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘ ৪ বছর যাবৎ গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসার এর যোগ সাজশে ১৯ বছর ক্লাসে অনুপস্থিত থাকার পরেও শিক্ষকদের পদ এমপিও ভুক্তি হয়েছে।

তবে একই ব্যাক্তি একই সাথে দুটি বিদ্যালয়ে দ্বায়িত্ব পালন করা নিয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, গাংনী প্রি ক্যাডেটের দুজন শিক্ষক মাসে ৫ হাজার টাকা করে ঘুষ দিয়ে অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম ও সহকারি শিক্ষিকা তাহেরা খাতুন একই সাথে দুটি বিদ্যালয়ে দ্বায়িত্ব পালন করে আসছে।

জানতে চাইলে মীর হাবিবুল বাশার বলেন এ ধরণের কথা একেবারেই ভিত্তিহীন।
যুগিন্দা গ্রাম বাসী জানান, সিরাজুল ইসলাম প্রথমে যুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী পদে চাকুরী নিয়ে মাত্র ১বছর স্কুলে ক্লাস করেছে। এর পর থেকে তাকে স্কুলে আর দেখা যায়নি। স্থানীয়রা মনে করেন স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের সহযোগীতায় তিনি ১৯ বছর ধরে গাংনী প্রি ক্যাডেট এন্ড

হাইস্কুলের অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন।

একই ব্যাক্তি কী ভাবে দুইটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে চাকুরী করে তা সুষ্ঠ তদন্ত সাপেক্ষে খতিয়ে দেখে দুদক’কে আইনগত ব্যবস্থা নিতে সচেতন মহল দাবি জানিয়েছেন।
গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক তাহেরা খাতুন দীর্ঘ ৫বছর ক্লাসে না উপস্থিত হয়ে বেতন উত্তোলন করছেন। তিনি গাংনী প্রি ক্যাডেট এন্ড হাইস্কুলের কর্মরত আছেন।

স্থানীয়রা জানান, তাহেরা খাতুন প্রথমে গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ নিয়ে ছিলেন। তার পদ এমপিও না হওয়ায় তিনি ৫ বছর ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে। তিনি গাংনী প্রি ক্যাডেট স্কুলে সহকারী পদে যোগদান করে বর্তমানে কর্মরত আছেন। তিনি দুইটি স্কুলে সহকারী পদে চাকুরী করছেন এবং বেতন উত্তোলন করছেন। ক্লাসে না গেলেও ইতিমধ্যে তাদের পদ এমপিও ভুক্ত হয়েছে।

এব্যাপারে অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম তিনি অভিযোগের কথা স্বীকার করে বলেন, আমি গাংনী প্রি ক্যাডেট স্কুলে ১৯ বছর কর্মরত আছি। প্রথমে যুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী পদে নিয়োগ নিয়েছিলাম, কিছুদিন ক্লাস করেছি। আমি গরিব মানুষ সংসার চালানোর জন্য গাংনী প্রি ক্যাডেট স্কুলে অধ্যক্ষ হিসেবে রয়েছি। বর্তমানে যুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয় এমপিও ভুক্ত হয়েছে। আমি দুই একদিনের মধ্যে এখান থেকে চলে যাব। তিনি এ খবর প্রকাশ না করার জন্য সাংবাদিকদের ম্যানেজ করার চেষ্টা করেন।

এ ব্যাপারে সহকারী শিক্ষক তাহেরা খাতুন বলেন, আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমাকে চাকুরী করতে দিয়েছে। তাই আমি প্রি ক্যাডেট স্কুলে সহকারী পদে রয়েছি। আমার পদ এমপিও ভুক্ত হয়েছে আমি দুইদিনের মধ্যে গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চলে যাব।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান বিষয়টি এর আগেও আমি শুনেছি দ্রুত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

- এ সিদ্দিকি শাহীন

গাংনীতে জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

“বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের গাংনীতে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেলা সাড়ে ১০টার দিকে আলোচনা সভার শুরুতে জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এর পরপরেই উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের সভাপতিত্বে ও উপজেলা প্রশাসন, সমবায় বিভাগ ও সমবায় বৃন্দদের আয়োজনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ।
এ সময় উপজেলার সকল সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ উপস্থিৎ ছিলেন।

গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে হোম সোলার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে সোলার হোম সিস্টেম বৈদ্যুতিক পাখা বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে গাংনী উপজেলা অডিটোরিয়ামে এ সব পাখা বিতরণ করা হয়।

সোলার রুরাল সার্ভিসেস ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস পাখা বিতরণের আয়োজন করে। উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৩৪২জন পরিবারের মাঝে পাখা বিতরণ করা হয়।

বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা প্রকৌশলী নিরঞ্জন চক্রবর্তি।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বিতরণ করেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌরসভার মেয়র আশরাফুল ইসলাম,গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল ইসলাম,আ.লীগ নেতা মোখলেছুর রহমান মুকুল।

এ সময় অন্যান্যদের মধ্য উপস্থিত ছিলেন তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস,আ.লীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু,মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম,গাংনী পৌরসভার কাউন্সিলর নবীরুদ্দীন,গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইত্তেফাক সংবাদদাতা আমিরুল ইসলাম অন্ডাম প্রমুখ।

গাংনী প্রতিনিধি

পেঁয়াজ রশুনের ঝাজে কাঁদছে ক্রেতারা

রশুন পেঁয়াজের দাম কমছেইনা। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরের সবজি ও তরকারি বাজার ঘুরে দেখা যায় প্রতি কেজি রশুনের দাম ১শ’ ৮০ টাকা যা গত সপ্তাহে ছিল ১শ’৪০ থেকে ১শ’ ৬০ টাকা।

এদিকে ঝালের দাম গত সপ্তাহের চাইতে কেজিতে ২০ টাকা কমেছে। যা গত সপ্তাহে ছিল ৬০ টাকা কেজি।

তাছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার সবজির দাম কেজি প্রতি ২৫ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে চললেও বাজারের নতুন সবজি হিসেবে টমেটো কেজি প্রতি ১৪০ টাকা দরে বিক্রয় হচ্ছে।
মাংসের বাজার আগের মতোই রয়েছে। গরুর মাংস কেজি প্রতি ৫শ’ টাকা খাসির মাংস সাড়ে ৬শ’ টাকা করে বিক্রয় হচ্ছে।

এদিকে দেশী মুরগী সাড়ে ৩শ’ থেকে ৩শ’ ৮০ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রয় হচ্ছে। তাছাড়া ফার্মের বিভিন্ন প্রকারের মুরগী কেজি প্রতি ১শ’৮০ থেকে ২শ’ ৫০ টাকা দরে বিক্রয় হতে দেখা গেছে।

কয়েকজন ক্রেতা জানান, সবজির দাম সহনীয় পর্যায়ে থাকলেও পেয়াজ রশুন কিনতে নাভিশ্বাস অবস্থা হয়ে যাচ্ছে।
এদিকে সবজি বিক্রেতারা জানান পেঁয়াজ রশুনের আমদানিই নাই যে কারণে এর দাম বেশি পড়ছে।

তবে তারা জানান কিছুদিনের ভিতর রশুন পেঁয়াজের দাম কিছুটা কমতে পারে।
এ দিকে দর্শনা প্রতিনিধি জানান, দর্শনা পৌরসভার দর্শনা রেল বাজারে তদারকি না থাকায় ইচ্ছা মত দাম নিচ্ছে পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতারা।

দর্শনা রেল বাজার ঘুরে দেখা গেছে পাইকারী দোকানিরা পেঁয়াজের দাম নিচ্ছে ১শ ৩০ টাকা থেকে ১শ ৪০ টাকা। আর খুচরা ব্যাবসায়ীরা দাম হাকাচ্ছে ১শ ৬০ টাকা থেকে ১শ ৭০ টাকা।

বাজারে তদারকি না থাকায় সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস হয়ে পড়েছে। সাধারণ ক্রেতার সাথে কথা বললে জানা যায়, পেঁয়াজের ঝাঁজে সারা বাংলাদেশের মানুষ অতিষ্ট হয়ে পড়ছে। এ ভাবে পেয়াজের বাজার নিয়ত্রণ না করতে পারলে এক শ্রেনীর ব্যাবসাদাররা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাবে।

তাই সাধারণ মানুষ বাজার করতে গেলে বলে পেঁয়াজ আর রসুন কিনলে টাকা শেষ হয়ে যাচ্ছে তা হলে আর বাজার কি দিয়ে করব। সাধারণ মানুষের দাবি দর্শনা বাজার তদরকি করলে পেঁয়াজের দাম ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আসবে।

- গাংনী ও দর্শনা প্রতিনিধি

পেঁয়াজ রশুনের ঝাঁঝে কাঁদছে ক্রেতারা

রশুন পেঁয়াজের দাম কমছেইনা। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরের সবজি ও তরকারি বাজার ঘুরে দেখা যায় প্রতি কেজি রশুনের দাম ১শ’ ৮০ টাকা যা গত সপ্তাহে ছিল ১শ’৪০ থেকে ১শ’ ৬০ টাকা।এ

দিকে ঝালের দাম গত সপ্তাহের চাইতে কেজিতে ২০টাকা কমেছে। যা গত সপ্তাহে ছিল ৬০ টাকা কেজি।তাছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার সবজির দাম কেজি প্রতি ২৫ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে চললেও বাজারের নতুন সবজি হিসেবে টমেটো কেজি প্রতি ১৪০ টাকা দরে বিক্রয় হচ্ছে।

মাংসের বাজার আগের মতোই রয়েছে। গরুর মাংস কেজি প্রতি ৫শ’ টাকা খাসির মাংস সাড়ে ৬শ’ টাকা করে বিক্রয় হচ্ছে।

এদিকে দেশী মুরগী সাড়ে ৩শ’ থেকে ৩শ’ ৮০ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রয় হচ্ছে। তাছাড়া ফার্মের বিভিন্ন প্রকারের মুরগী কেজি প্রতি ১শ’৮০ থেকে ২শ’ ৫০ টাকা দরে বিক্রয় হতে দেখা গেছে।

কয়েকজন ক্রেতা জানান, সবজির দাম সহনীয় পর্যায়ে থাকলেও পেয়াজ রশুন কিনতে নাভিশ্বাস অবস্থা হয়ে যাচ্ছে।

এদিকে সবজি বিক্রেতারা জানান পেঁয়াজ রশুনের আমদানিই নাই যে কারণে এর দাম বেশি পড়ছে। তবে তারা জানান কিছুদিনের ভিতর রশুন পেঁয়াজের দামকিছুটা কমতে পারে।

-এ সিদ্দিকী শাহীন, গাংনী

বিলুপ্তির পথে মেহেরপুরের তাঁত শিল্প

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও পুজিঁর অভাব সহ নানা কারনে খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে চলছে মেহেরপুরের তাঁত শিল্প। যেগুলো টিকে আছে সেগুলোও প্রায় বন্ধের পথে। বিলুপ্ত প্রায় তাঁত শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সব ধরনের সহযোগীর কথা বলছে উপজেলা প্রশাসন। তবে দ্রুত এদের পাশে না দাঁড়ালে হয়তো হারিয়ে যাবে তাঁত শিল্প।

গাংনী উপজেলার রাজাপুর গ্রামের সহিদা খাতুন বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন, অন্য কোন আয়ের উৎস না থাকায় শেষ বয়সে এসেও অবসর সময়ে চালাচ্ছেন তাঁত। আপন মনে বুনাচ্ছেন নানা রঙের গামছা। সংসারের কাজ শেষ করে যে সময়টুকু পান সেই সময়টুকু বসে না থেকে গামছা তৈরী করেন। এখান থেকে যা আয় হয় তা দিয়েই চলে কোন রকম সংসার। একই অবস্থা অন্য তাঁতিদের। তাঁতের পাশাপাশি দিনমুজুর সহ অন্য কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন তাঁরা। গ্রামটির চারশ পরিবারের মধ্যে এখন তাঁত আছে মাত্র ৩০ থেকে ৩৫ পরিবারে।
এক সময় রাজাপুর গ্রামে প্রায় পাঁচ শতাধিক পরিবার শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, বুনুনে ব্যস্ত থাকলেও তা আজ প্রায় বন্ধের পথে। তাঁত পল্লিতে প্রতিটি বাড়ি থেকেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাঁতের খট খট শব্দে মুখর থাকতো। এখানে বুনানো নানা রঙের গামছা কিনে নিয়ে যান বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা। সুতার দাম বৃদ্ধি সহ গামছা বানিয়ে লাভ না হওয়ায় এ পেশা ছেড়ে অন্য পেশা বেছে নিচ্ছেন কারিগররা। ইতো মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে কয়েকশ তাঁত।

যেগুলো আছে সেগুলোতে এখন শুধু গামছা তৈরী করছে কারিগররা। গৃহবধু সহিদা খাতান জানান, আগে সুতার দাম ছিল কম এতেই সংসার চলতো। তাঁত চালিয়ে ছেলে মেয়েদের বড় করে বিয়ে দিয়েছি।

আমাদের কোন জমি জায়গা নাই গামছা বানিয়েই খেতে হয়। এখন সুতার দাম প্রতি বছরই বেশি হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা গামছার দাম কম দেয় লাভ হয় না। এখন আমরা কি করে খাব। এ ছাড়া আর আমাদের কোন উপায় নাই। বাধ্য হয়েই তাঁত চালাতে হয়।

একই কথা জানালেন অন্য কারিগররাও, আগে সুতার দাম কম ছিল আমাদের লাভ হতো এখন আর আমাদের লাভ হয় না। ২৫ বছর ধরে এই কাজ করে আর

সংসার চলে না তাই এখন গরু ছাগল পালনের পাশাপাশি পুরুষরা মিস্ত্রির কাজে যায়। কেউ গাড়ি চালায় কেউ রিক্স চালায় এভাবেই চলে। এইতা করে সংসার চালানো যাবে না, চলছে না বলে অনেকেই বন্ধ করে দিয়ে জন খাঁটে।

সুতার দাম বেশি এইতা করে আমাদের লাভ নাই। চারটা গামছা বানিয়ে ৩৫ টাকা থাকে কিন্তুু বানাতে অনেক কষ্ট করতে হয়।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান বলেন, আমাদের এখানে দেশীয় যে শিল্প গুলো বিশেষ করে তাঁত শিল্প, মৃৎ শিল্প এগুলো যেন যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকে এবং আমাদের যে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তা সারা বিশে^ ছড়িয়ে পড়ে এ বিষয়ে আমরা সদা তৎপর রয়েছি।

সেই মুল্যেবোধ বা স্পর্শকাতর অনুভুতির জায়গা থেকে আমরা চাই যারা তাঁত শিল্প জড়িয়ে আছে তারা যেন সর্বোচ্চ সরকারী সুবিধায় অংশিদার হতে পারে। এবং তাঁত শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগীতা করা হবে।

নুহু বাঙ্গালী, বামন্দী

হাইব্রিড আওয়ামী লীগারদের দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়া হবে

মেহেরপুরের গাংনী-২ আসনের এমপি ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকনকে গণ সংবর্ধণা দিয়েছে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ।

‘এশিয়ান পার্লামেন্ট গ্রান্ট এসাম্বেলি অব তুরস্ক’ এ বক্তব্য শেষে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে এমপি সাদিুজ্জামান খোকনকে বৃহস্পতিবার বিকেলে এ সংবর্ধণা দেওয়া হয়।
গাংনী বাজার শহীদ রেজাউল চত্বরের গণসংবর্ধণায় তিনি বিশ্বের মুসলমানদের নিপিড়নের বিরুদ্ধে তুরস্কের পার্লামেন্টে বক্তব্য দেন।

তিনি বলেন শুধু বিশ্বের মুসলমানদের নির্যাতনের বিরুদ্ধেই নয় আমি আমাদের বাংলাদেশের রহিঙ্গা ইস্যু নিয়েও সেখানে কথা বলেছি।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন তার বক্তব্যে আরও বলেন আগামী উপজেলা কাউন্সিলকে কেউ যাতে বানচাল না করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

তিনি উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেককে উদ্দেশ্যে করে বলেন, আপনি আওয়ামী লীগ করেন অথচ যারা গত সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নেতা মিল্টনের কাছ থেকে টাকা খেয়ে নৌকার বিরুদ্ধে ভোট করেছে আপনি তাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন আপনি শেখ হাসিনার লোক শেখ হাসিনাও আপনাকে ভালবাসে। সে ভালবাসা বেশি দিন টিকেনা ভালবাসা কখনো টক হয়ে যায়। আপনি তাদের কাছ থেকে সরে আসেন।

মকবুল হোসেনকে (সাবেক এমপি) কি চোখে নেত্রী দেখে আপনি আব্দুল খালেক কি জানেন না? এমপি সাহিদুজ্জামান বলেন শেখ হাসিনা কোনদিন মকবুল হোসেনকে গ্রহন করেনি কোনদিন গ্রহন করবেনা করবেনা করবেনা। তাহলে কি গাংনীর আওয়ামী লীগ নষ্ট হয়ে যাবে?

তিনি কাউন্সিল প্রসঙ্গে বলেন, আমরা নতুন করে কাউন্সিল করতে চাই। তারা এক সপ্তাহ ধরে কাউন্সিল বন্ধ করার জন্য ঢাকায় নেতাদের বাড়ি বাড়ি গেছে।

তিনি ব্যানার টাঙ্গানো প্রসঙ্গে বলেন, যদি কোন বান্দর এ ধরণের ব্যানার টাঙ্গায় আপানাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল আপনাদের যার যা আছে তাই নিয়ে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত তাদের মোকাবেলা করবেন।

আমি আর ছাড় দিয়ে রাজনীতি করতে চাইনা।
এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন নেতাদের কাউন্সিলে আগাম দাওয়াত দিয়ে বলেন, ”আপনারা কাউন্সিলে আসবেন হাতে ছোট ছোট লাঠি নিয়ে।

যদি কেউ আওয়ামী লীগ বিরোধী কথা বলে যদি কেউ অন্যায় দাবি করে তার জন্য উচিৎ জবাব দেওয়াতে হবে তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে চিরতরে আওয়ামী লীগ থেকে এই হাইব্রিড আওয়ামী লীগ বিদায় করতে হবে।”

তিনি সাবেক এমপি মকবুল হোসেনকে উদ্দেশ্যে করে বলেন,“ হাইব্রিড কিডাগো কালকে আইলি ৯০ সালে দলে আর তুমি অন্যকে বল হাইব্রিড সাথে

আছে তোমার ডান হাতে বসা রাজাকারের ছেলে বাম হাতে বসা তোমার রাজাকারের ছেলে আর তুমি আমার বিরুদ্ধে কথা বল, লজ্জা করেনা শয়তানের দল।”

তিনি হুশিয়ার করে বলেন আর কোনদিন ছেড়ে দেওয়া হবেনা।
যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরী নিয়োগে জনগনের টাকা নিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

তিনি বলেন, আমার কোন লোভ লালসা নেই আমি ৩৫ বছর রাজনীতি করেছি অথচ এখনও ভাড়া বাড়িতে থাকি অথচ গাংনীর কোন কোন নেতা আগুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে । আজ আবার তারাই আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করছে ।

গণ সংবর্ধনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মখলেচুর রহমান মুকুল, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদা পঁচু বিশ্বাস, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি মাষ্টার, বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদ সদস্য মজিরুল ইসলাম, কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা সহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মী।
এ সময় উপজেলার সকল স্তরের নেতা কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীর বিভিন্ন ইট ভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান

অবৈধ ভাবে ইট তৈরি করার জন্য মহিষাখোলা গ্রামের ইস্টার ব্রিক্স ও থানাপাড়ার আস্থা ব্রিক্স নামের দুইটি ভাটা বন্ধ করে দিয়েছে। এবং পরবর্তীতে যেন ভাটা চালু করা না হয় সে জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় উপ সচিব সাইফুর রহমান খানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা উপ পরিচালক আতাউর রহমান, গাংনী থানা পুলিশের একটি দল।

গাংনী প্রতিনিধি